

রাজনীতি

FEATURED

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসু সংগ্রহশালায় আব্দুল মালকেরে ছবি সংস্থাপন: ১৯৬৯ সালের সেই ঐতিহাসিক প্রক্‌ষাপট ও মরমান্তকি মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসু সংগ্রহশালায় আব্দুল মালকেরে ছবি সংস্থাপন: ১৯৬৯ সালের সেই ঐতিহাসিক প্রক্‌ষাপট ও মরমান্তকি মৃত্যু

By ডেস্ক | September 17, 2026 at 11:59 AM | 16 views

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসু সংগ্রহশালায় আব্দুল মালকেরে ছবি সংস্থাপন: ১৯৬৯ সালের সেই ঐতিহাসিক প্রক্‌ষাপট ও মরমান্তকি মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসু সংগ্রহশালায় আব্দুল মালকেরে ছবি সংস্থাপন: ১৯৬৯ সালের সেই ঐতিহাসিক প্রক্‌ষাপট ও মরমান্তকি মৃত্যু

— ছবি: ছাত্রশিবিরে ওয়েবসাইট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর সংগ্রহশালায় ছাত্রনতো আব্দুল মালকেরে ছবি স্থান পাওয়ার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন দলি, সংবাদপত্রে প্রতিবেদন এবং গবেষকদের লেখা থেকে জানা যায়, ষাটের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক ও শিক্ষাঙ্গনে বাস্তবতায় আব্দুল মালকেরে জীবনাবসান ঘটছিল।

কি ছিল আব্দুল মালকে? ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, আব্দুল মালকেরে বাড়ি ছিল বগুড়ায়। শিক্ষাজীবনে অত্যন্ত মধ্যবী হিসেবে পরিচিতি মালকে ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন (বায়োকেমিস্ট্রি) বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখার পরপরই তনিতৎকালীন রাজনীতি ও ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ফজলুল হক মুসলিমি হলে বসবাস করতেন।

১৯৬৯ সালের ১২ আগস্টের সেই ঘটনা: ইতিহাসবিদ ড. মোহাম্মদ হাননানরে লেখা 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন' ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭১)' বইসহ বিভিন্ন সূত্রে ১৯৬৯ সালের ১২ আগস্টের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ওইদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ডাকসুর উদ্যোগে একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়। সসেময়ের ডাকসুর সহসভাপতি (ভপি) তৌফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও রূপরেখা নিয়ে আলোচনা চলছিল।

আলোচনার একপর্যায়ে ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন নেতাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীরা সভাকক্ষে প্রবেশ করেন এবং শ্লোগান দিতে শুরু করেন। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দুই পক্ষের মধ্যে চোরাচাটুড়ি ও হাতাহাতি শুরু হয়। ডাকসু নেতৃত্ব বারবার মাইকে পরিস্থিতি শান্ত করার আহ্বান জানালেও তা কাজে আসেনি। একপর্যায়ে সংঘর্ষটি টিএসসি ভবন ছাড়িয়ে বাইরে রসেকোর্স ময়দান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে সংঘর্ষের জেরে আব্দুল মালকে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।

পরবর্তী প্রতিক্রিয়া: সসেময় আব্দুল মালকের অনভিপ্লিতে মৃত্যুর ঘটনায় তৎকালীন বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের শীর্ষ নেতারা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবরা গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন। বিভিন্ন বৃত্তে সসেময়কার ছাত্রনেতারা শিক্ষাঙ্গনে যেকোনো ধরনের সহিংসতা পরহির করে গণতান্ত্রিক সহাবস্থান বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে ডাকসুর সংগ্রহশালায় সেই ঐতিহাসিক অধ্যায়ে নানা স্মারক ও ছবি যুক্ত হওয়ার পর ইতিহাসের এই বদেনাদায়ক পাতাটি আবারও নতুন প্রজন্মের সামনে আলোচনায় এসেছে।

TAGS:

ডাকসু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে সংবাদ

আব্দুল মালকে

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

ইতিহাস